বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১২-২০১৩

প্রথম খন্ড

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, বাণিজ্য, কৃষি এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

(এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন)

অর্থ বছর ঃ ২০১১-২০১২

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু, অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ এবং নিরীক্ষার সুপারিশ	৪
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৫
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৩১
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ২৬/১০/১৪২৩ বঙ্গাব্দ
০৮/০২/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত

মাসুদ আহমেদ
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিঃ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১১-২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে অংশ বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তিসমূহ ও মন্তব্যসমূহ উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ও অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিবরণ এবং মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত

মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখঃ ১৬/১০/১৪২৩ বঃ
২৯/০১/২০১৭ খ্রিঃ

প্রথম অধ্যায়

(ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ও অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ)

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছর ঃ

- ২০১০-২০১১ হতে ২০১১-২০১২ পর্যন্ত

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- নিয়মানুগ অডিট।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও নিরীক্ষা সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১	এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোঃ লিঃ, তেজগাঁও, ঢাকা	০৪-১১-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
২	টিসিবি, প্রধান কার্যালয়, কাওরান বাজার, ঢাকা।	০৪-১২-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৩	বিএডিসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।	০৩-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৪	বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।	১২-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২০-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৫	করিম জুট মিলস্ লিমিটেড, ডেমরা, ঢাকা।	২৪-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৬	হাফিজ জুট মিলস্ লিমিটেড ,চট্টগ্রাম ।	০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১১-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৭	ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ লিঃ খালিশপুর ,খুলনা।	০৫-১২-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
৮	ষ্টার জুট মিলস লিঃ, চন্দনী মহল খুলনা,খালিশপুর জুট মিলস লিঃ, খালিশপুর খুলনা, ও ইষ্টার্ন জুট মিলস লিঃ আটরা, খুলনা।	২৯-১১-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-২০১৩ খ্রিঃ, ১৯-১২-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-২০১৩ খ্রিঃ ও ১৮-১২-২০১২হতে ১০-০১-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত
৯	দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ, খালিশপুর, খুলনা, খালিশপুর জুট মিলস লিঃ, খালিশপুর, খুলনা, ও আলীম জুট মিলস লিঃ, আটরা, খুলনা।	০৫-১২-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৫-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত, ১৯-১২-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ এবং ১৮-১২-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- চুক্তির শর্ত যথাযথভাবে অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

রিপোর্ট প্রণয়ন ও সার্বিক তত্ত্বাবধানঃ

- মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর।

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	
০১	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধিত ফি হতে নির্ধারিত হারে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি	৬৮৪,৫০০
	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	
০২	আমদানিকৃত সয়াবিন তেলের ঘাটতি, প্রসেসিং লস,. রিফাইনারী চার্জ, সুদ আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	৬,৮৫,০৮,৮৩৯
০৩	আমদানীকৃত চিনি লস/ডেমেজ হওয়ার ফলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১,৪৩,৫৫৬.৪০ মাঃ ডঃ।	১,১৭,১৪,২০২
	কৃষি মন্ত্রণালয়	
০৪	সরকারি অনুদানে বাস্তবায়িত প্রকল্প /কর্মসূচির দরপত্র সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৮১,৬৭,৫৯৪
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	
০৫	পাটক্রয় কেন্দ্রে প্রকৃত ক্রয় অপেক্ষা অতিরিক্ত ক্রয় দেখিয়ে আত্মসাৎ।	২,৪৯,৫০,০২৪
০৬	স্থাপনা/বাড়ী ভাড়া গ্রহণকারীর নিকট হতে ভ্যাটের টাকা আদায় না করায় ও আদায়কৃত ভাড়ার উপর হতে আয়কর কর্তন না করায় ক্ষতি।	৯৩,৩৪,২৮৩
০৭	পাট মন্ত্রনালয় কর্তৃক অনুমোদিত সীমা অপেক্ষা মিলের নিয়ন্ত্রনাধীন কতিপয় কেন্দ্রের ওজন ও মানজনিত ক্ষতি বেশী হওয়ায় মিলের আর্থিক ক্ষতি।	৪৮,৬০,১৮৭
০৮	গুদামে সমাপনী মজুদের বিভিন্ন মানের ১২৭৭ বেল ৪৫৫ মেঃ টন ৮৫.পাট ঘাটতি হওয়ায় মিলের ক্ষতি।	৩,৬৪,৬৮,৪৬১
০৯	পাট ক্রয়ে মান জনিত ক্ষতি ও ঘাটতির হার মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় মিলের ক্ষতি।	৭৯,৮৮,১৮৯
১০	পাট হতে পাট মাত্রাতিরিক্ত অপচয়ে মিলের ক্ষতি ।	২,৮৪,০৪,৬৬৬
	সর্বমোট =	২১,৭০,৮০,৯৪৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ-০১

শিরোনামঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধিত ফি হতে নির্ধারিত হারে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি ৬৬.৮৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিমিটেড, তেজগাঁও, ঢাকা এর ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ০৪-১১-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে গোপালগঞ্জ এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিমিটেড এর ৩য় শাখা কারখানা স্থাপন প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ এবং বিল প্রদান সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র, ট্রায়াল ব্যালান্স, ভ্যাট পরিশোধ নথি, রেজিষ্টার, ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, পরামর্শক নিয়োগের পরিশোধিত ফি হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় ৬৬,৮৪,৫০০ টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ইডিসিএল ৩য় শাখা গোপালগঞ্জ প্রকল্পের পরামর্শক হিসাবে JOINT VENTURE CONSORTIUM ASSOCIATES এর দেশীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান MS ENVIRON STRUCTURE LTD. DHAKA এবং বিদেশী পরামর্শক MS ASIA PACIFIC CONSULTANTS PRIVATE LTD. AUSTRALIA এর সাথে যথাক্রমে বাংলাদেশী পরামর্শক এর জন্য ৩,৯০,২৬,৯১০.০০ টাকা এবং অষ্ট্রেলিয়ান পরামর্শকের জন্য ৪,৭৫,২০০.০০ অষ্ট্রেলিয়ান ডলার মূল্যে মোট বাংলাদেশী ৭,৩৮,৮২,৪৯৭.০০ টাকায় পরামর্শক নিয়োগ করতঃ ২১ মার্চ, ২০১২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী দেশীয় এবং বিদেশী পরামর্শকদের ফি লোকাল এবং বৈদেশিক এলসির মাধ্যমে লোকাল এল সি নং- ০০৩৩১২০১০০৪০, তারিখ ২৯ মে, ২০১২ তে ২,৫১,৮৬,০০০.০০ টাকা এবং বৈদেশিক এল সি নং- ০০৩৩১২০১০০৩৮, তারিখ ২১ মে, ২০১২ তে ২,৮৫,১২০ ডলারের এল সি করা হয়। ২০১১-১২ অর্থ বৎসরে উভয় এল সি তে মোট বাংলাদেশী মুদ্রায় ৪,৬১,০০,০০০.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ০৯/মূসক/২০১১, তারিখ ১২-১০-২০১১ এবং আদেশ নং ০৬/মূসক/২০১১, তারিখ ০৭-০৮-২০১১ অনুযায়ী কনসালটেন্সি কাজের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে ৪.৫% হারে ভ্যাট এবং ফাইনান্সিয়াল এ্যাক্ট ২০১০ অনুযায়ী ১০% সোর্স ট্যাক্স কর্তনের নির্দেশ থাকলেও কনসালটেন্সি ফি বাবদ পরিশোধিত ৪,৬১,০০,০০০.০০ টাকার উপর আয়কর ও ভ্যাট কর্তনের কোন প্রমানক নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় নাই। ফলে ৪,৬১,০০,০০০টাকার ১০% আয়কর = ৪৬,১০,০০০ টাকা এবং ৪.৫% ভ্যাট বাবদ (৪,৬১,০০,০০০ এর ৪.৫%) = ২০,৭৪,৫০০.০০ টাকা মোট (৪৬,১০,০০০ + ২০,৭৪,৫০০) = ৬৬,৮৪,৫০০টাকা আয়কর ও ভ্যাট বাবদ রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে। যা আদায়যোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিল সি, এ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং ব্যাংকের সমন্বয়ে ঋণপত্রের (এলসি) মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইডিসিএল এর আয়কর ও ভ্যাট কর্তনের সুযোগ নাই। এছাড়া স্থানীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের আয়কর ও ভ্যাট কর্তন বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- কোম্পানী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতঃ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক অডিট অফিসকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী পরামর্শকের বিল হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করায় এবং ভ্যাট অব্যহতি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার এর প্রতিষ্ঠিত উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিপুল পরিমান অর্থ ভ্যাট হিসেবে পরিশোধ করায় উক্ত ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- এসেনসিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানী লিমিটেড, তেজগাঁও, ঢাকা হতে ২৪-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে জানানো হয় যে, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিল পরিশোধের জন্য সিজিএ অফিস এবং বাংলাদেশব্যাংকের সমন্বয়ে ঋণপত্র (এলসি) খোলা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইডিসিএল এর আয়কর ও ভ্যাট কর্তনের সুযোগ নাই। মন্ত্রণালয়ের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে ২৩-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী ভ্যাট ও আয়কর বাবদ আপত্তিকৃত টাকা আদায়/কর্তন করে এবং তথ্য প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক যথাক্রমে ০৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ এবং ২০-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫-০৪-২০১৩ খ্রিঃ এবং ২৪-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৫-০৮-২০১৩ খ্রিঃ এবং ১১-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী ভ্যাট ও আয়কর এবং ক্ষতি জনিত আপত্তিকৃত টাকা সত্বর আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে যথাযথভাবে আয়কর ও ভ্যাট কর্তনসহ ভ্যাট অব্যাহতির বিষয়ে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-০২

শিরোনামঃ আমদানিকৃত সয়াবিন তেলের ঘাটতি, প্রসেসিং লস, রিফাইনারী চার্জ, সুদ আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৬৮৫.০৯ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

টিসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১১-১২ সনের হিসাব ০৪-১২-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সয়াবিন তেলের আমদানী নথি, টেন্ডার কোটেশন, খালাস বিবরণী, ঘাটতি ও প্রসেসিং লসের পর্যালোচনায় আমদানিকৃত সয়াবিন তেলের ঘাটতি, প্রসেসিং লস, রিফাইনারী চার্জ, সুদ আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের উক্ত ৬,৮৫,০৮,৮৩৯.০০ টাকা ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়।

অনিয়মের কারণঃ

- মেসার্স এস জি এডিবল অয়েল রিফাইনারীর সহিত চুক্তি নং ২৫৭১/১০,তারিখ-১৮-০১-২০১০ খ্রিঃ ও সাপ্লিমেন্টারী চুক্তি ২৪-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখের মাধ্যমে সিডিএসও আমদানীর মাধ্যমে পরিশোধন ৬,০০০ মেঃ টন করে বোতলজাত করার জন্য চুক্তি হয়। চুক্তি করার পর এল সি এর মাধ্যমে ৪২৫০ মেঃ টন সিডিএসও আমদানি করা হয়। আমদানিকৃত সিডিএসও চট্টগ্রামে রাখা হয়। পরবর্তীতে অন্য পার্টির মাধ্যমে রিফাইন করে বাজারজাত করা হয়।
- আমদানীকৃত সিডিএসও ঘাটতি প্রসেসিং লস রিফাইনারী চার্জ ব্যাংক সুদ বাবদ দাবীনামা এস জি এডিবল অয়েল রিফাইনারী এর নিকট পেশ করা হয়। কিন্তু এস জি অয়েল এর নিকট হতে দাবীর টাকা আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের উক্ত টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট "১"** দ্রষ্টব্য)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাবে জানান যে, দাবীর টাকা আদায়ে শালিসী/আরবিট্রেশন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। আমদানীকৃত সয়াবিন তেলের ঘাটতি/ প্রসেসিং লস রিফাইনারী চার্জ ও ব্যাংক সুদ আদায় না করায় উক্ত ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৮-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব না পাওয়ায় ২৪-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮ দিনের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর ১০-০৭-২০১৩খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ২১-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে জানানো হয় যে, আরবিট্রেশন এ্যাওয়ার্ড অনুযায়ী আপত্তিকৃত সম্পূর্ণ টাকা আদায়ের জন্য সরবরাহকারীর নিকট ০৭-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পত্র দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের জবাবের প্রেক্ষিতে ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের অগ্রগতি তথা বর্তমান অবস্থাসহ নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ক্ষতির টাকা অবিলম্বে দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হতে আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩

শিরোনামঃ আমদানীকৃত চিনি লস/ডেমেজ হওয়ার ফলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১,৪৩,৫৫৬.৪০ মার্কিন ডলার বা ১১৭.১৪ লক্ষ টাকা।

বিবরন ঃ

টিসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১১-১২ সনের হিসাব ০৪-১২-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে চিনি আমদানী নথি, বিল রেজিষ্টার, পেমেন্ট নথি পর্যালোচনায় আমদানীকৃত চিনি লস/ডেমেজ হওয়ার ফলে প্রতিষ্ঠানের উক্ত ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়।

অনিয়মের কারণঃ

- মেসার্স ই ডি এফ ম্যান সুগার লিঃ এর নিকট হতে ২৭,৫০০ মেঃ টন সুগার ক্রয়ের লক্ষ্যে চুক্তি নং ২৬৪১ তারিখ ১৫-০৪-২০১২ খ্রিঃ, এলসি নং-০৩৩৬১২০১০০৪৮ তাং ১৭-০৪-২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে চিনি আমদানী করার জন্য চুক্তি ও এলসি খোলা হয়। এলসি অনুযায়ী ১২-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে আমদানীকৃত চিনির মধ্যে ৯১৭.৬২৫ মেঃ টন লস/ডেমেজ পরিলক্ষিত হয়।

- আমদানীকৃত চিনির মধ্যে ৬৯৫.২৫০ মেঃ টন চিনি কম অবতরণ করায় উহার মূল্য আদায় করা হয়েছে। লস/ডেমেজ জনিত মোট ৯১৭.৬২৫-৬৯৫.২৫০=২২২.৩৭৫ মেঃ টন চিনির মূল্য আদায় করা হয়নি।

- লস/ডেমেজের ২২২.৩৭৫ মেঃ টন চিনির মূল্য আদায় না করায় প্রতি মেঃ টন ৬৪৫.৫৬ সি. এন্ড এফ (Cost and Freight) মূল্য অনুযায়ী ১,৪৩,৫৫৬.৪০৫ মাঃ ডঃ যার বিনিময় হার ৮১.৬০ টাকা করে (১৪৩৫৫৬.৪০৫ মাঃ ডঃ × ৮১.৬০)=১,১৭,১৪,২০২.৬৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট "২"** দ্রষ্টব্য)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাবে জানান যে, চিনি লস/ডেমেজের টাকা শীঘ্রই বীমা কোম্পানীর নিকট দাবী করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। আমদানীকৃত চিনি লস/ডেমেজ মূল্য নিরীক্ষাকালীন পর্যন্ত সময়ে আদায় না করায় উক্ত ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৮-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব না পাওয়ায় ২৪-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮ দিনের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর ১০-০৭-২০১৩ খ্রিঃ আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ২১-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে জানানো হয় যে, ২২২.৩৭৫ মেঃ টন চিনির লস/ডেমারেজ বাবদ ক্ষতির অর্থ সাধারণ বীমার নিকট দাবী জানানো হয়েছে। অতএব, আপত্তিকৃত অর্থ আদায় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। মন্ত্রণালয়ের জবাবের প্রেক্ষিতে ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ক্ষতিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রমের অগ্রগতি ও সিদ্ধান্ত অতিসত্তর নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ক্ষতির টাকা অবিলম্বে দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৪

শিরোনামঃ সরকারি অনুদানে বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচির দরপত্র সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি ১৮১.৬৮ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন(বিএডিসি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব ০৩-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২২-৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সরকারি অনুদানে বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচির ক্যাশ বই, প্রাপ্তির রশিদ বই, ব্যাংক জমা স্লিপ ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দরপত্র সিডিউল বিক্রয় লব্ধ ১,৮১,৬৭,৫৯৪ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ১৮১.৬৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরন **পরিশিষ্ট "৩"** দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের কারণঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৪-০৪-২০০৫ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-অম/অবি/উবা-১/কর্মসূচি-১১৬/০২/১০৫১ অনুযায়ী উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বরাদ্দকৃত সরকারি অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত উন্নয়ন কাজের দরপত্র দলিল বিক্রয়লব্ধ টাকা সরকারের নিজস্ব আয় (নন-ট্যাক্স রাজস্ব) হিসেবে গন্য এবং তা প্রাপ্তির সাথে সাথে সরকারি কোষাগারে জমা করার বিধান রয়েছে।

- কিন্তু দরপত্র সিডিউল বিক্রয়লব্ধ আয়কে বিএডিসি'র নিজস্ব আয় হিসেবে গন্য করে বিএডিসি'র কেন্দ্রীয় হিসাবে জমা করা হয়েছে। যা উল্লিখিত আদেশের সুস্পষ্ট লংঘন। ফলে বর্ণিত রাজস্ব প্রাপ্তি হতে সরকার বঞ্চিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- BADC Ordinance & Regulation এর Chapter (vii) এর ৪৪ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে টেন্ডার/দরপত্র সিডিউল বিক্রির টাকা সংস্থার/বিএডিসির নিজস্ব আয় হিসেবে সংস্থার হিসাবে জমা করা হয়েছে। কর্মসূচির পিপিএনবি (Proposal / Proforma for Program Final form the Non Development Budget) অনুযায়ী নিজস্ব আয়ের অর্থ(সেচ চার্জ,পার্টিসিপেশন ফি, সিডিউল বিক্রি ও অন্যান্য প্রাপ্তি) কর্মসূচির চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। বিএডিসি,র রাজস্ব বাজেটভুক্ত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সিডিউল বিক্রির অর্থ বিএডিসির আয় হিসাবে বিবেচ্য যা আপত্তি বহির্ভূত রাখা হয়েছে। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়ের বর্নিত নির্দেশনা অনুযায়ী জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প /কর্মসূচির সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮ দিনের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর ০৭-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৪-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে জানানো হয় যে, সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিএডিসির নিজস্ব তহবিলে জমা করা হয়েছে যা সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য। সংস্থার অর্ডিনেন্স অনুযায়ী তা সংস্থার নিজস্ব তহবিলে জমাযোগ্য। মন্ত্রণালয়ের জবাবের প্রেক্ষিতে ০১-০৪-২০১৪খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচির সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ-৫

শিরোনাম ঃ পাটক্রয় কেন্দ্রে প্রকৃত ক্রয় অপেক্ষা অতিরিক্ত ক্রয় দেখিয়ে ২৪৯.৫০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন (বিজেএমসি), প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছর সমূহের হিসাব ১২-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২০-০৩-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে প্রসিডিং শাখার বিভিন্ন নথি-পত্র পর্যালোচনায় পাটক্রয় কেন্দ্রে প্রকৃত ক্রয় অপেক্ষা অতিরিক্ত ক্রয় দেখিয়ে ২৪৯.৫০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ সংক্রান্ত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় ;

অনিয়মের কারণঃ

- উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব আঃ রাজ্জাক, আমিন জুট মিলের বকশীগঞ্জের পাটক্রয় কেন্দ্রে ২০১০-১১ অর্থ বছরে ২৮-১১-২০১০ তারিখ পর্যন্ত পাটক্রয় করেন এবং ২৮-১১-২০১০ তারিখেই ক্রয় কেন্দ্রের মজুদ পাট সংস্থার ২(দুই) সদস্যের কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে দেখা যায় ২০১০-১১ আর্থিক বছরে বকশীগঞ্জে পাট ক্রয় দেখানো হয় ৩৩,২০৭ কুইন্টাল। কিন্তু বাস্তবে ক্রয় করা হয়েছে ২৮,৩১৮.৫০ কুইন্টাল। বাকী ৪,৮৮৮.৫০ কুইন্টাল পাট মিথ্যা/প্রতারণা করে অতিরিক্ত খরিদ দেখানো হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতি কুইন্টাল ৫১০৩.৮২ টাকা হিসাবে ৪৮৮৮.৫০ কুইন্টাল পাটের বাজার মূল্য ২,৪৯,৫০,০২৪ টাকা, যা আদায় করা আবশ্যক।

- বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও টাকা আদায়ের আইনগত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাবে জানান যে, ২০১২ সালে আঃ রাজ্জাক, উপ-মহাব্যবস্থাপক-এর বরখাস্তের আদেশের বিপরীতে তিনি রীট পিটিশন দায়ের করেছেন। মামলা ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্তের কোন সুযোগ নাই।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। মিথ্যা/ প্রতারণা করে অতিরিক্ত পাটক্রয় দেখিয়ে আত্মসাৎ করা টাকা দীর্ঘদিন পরও আদায় না হওয়ার ফলে উক্ত ক্ষতি/অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৮-০৬-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮ দিনের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর ১৩-১১-২০১৩খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৪-১১-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে জানানো হয় যে, আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি মহামান্য হাইকোর্টে রীট পিটিশন দায়ের করেছেন। রীট পিটিশন নং-৭৪৬/১২, মামলাটি চলমান রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের জবাবের প্রেক্ষিতে ১২-০৩-২০১৪খ্রিঃ তারিখে পত্রের মাধ্যমে মামলার অগ্রগতি অতিসত্বর সম্পন্ন করে আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আত্মসাৎকৃত টাকা অবিলম্বে আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এই ধরণের আত্মসাৎরোধ কল্পে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-৬

শিরোনাম ঃ স্থাপনা/বাড়ী ভাড়া গ্রহণকারীর নিকট হতে ভ্যাটের টাকা আদায় না করায় ও ভাড়ার টাকার উপর হতে আয়কর কর্তন না করায় ৯৩.৩৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন (বিজেএমসি), প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছর সমূহের হিসাব ১২-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২০-০৩-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে উহার বাড়ী ভাড়া চুক্তিপত্র, ভাড়া আদায় বিবরণী, ইতালী ও নেদারল্যান্ড চুক্তিপত্র কপি পর্যালোচনায় স্থাপনা/বাড়ী ভাড়া গ্রহণকারীর নিকট হতে ভ্যাটের টাকা আদায় না করায় ও ভাড়ার টাকার উপর হতে আয়কর কর্তন না করায় ৯৩,৩৪,২৮৩.০০ টাকার সরকারী ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়।

অনিয়মের কারণঃ

- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ এ, বিধি-১৭বি মোতাবেক মাসিক বাড়ীভাড়া ৪০,০০০.০০ টাকার অধিক হলে ৫% হারে আয়কর কর্তন করতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১০৫আইন২০০৯/৫১৩ আইন তাং ১১-০৬-২০০৯ খ্রিঃ ও এসআরও নং-০৮আইন/২০১১/৫৮৪ মূসক তাং ১০-০১-২০১১ খ্রিঃ অনুযায়ী বাড়ীভাড়া, স্থাপনা, ইজারাদারের ক্ষেত্রে সর্বমোট প্রাপ্তির উপর ১৫% হারে ভ্যাট ১১ জুন/২০০৯ তারিখ হতে কার্যকর এবং ৯% হারে ভ্যাট ১০ জানুয়ারী/২০১১ ইং হতে কার্যকর করা হয়েছে।

  কিন্তু বিজেএমসি প্রধান কার্যালয় কর্তৃক বাড়ী ভাড়া গ্রহণকারীদের নিকট হতে ভ্যাটের ও আয়কর টাকা আদায়/কর্তন করা হয়নি। যার ফলে সরকারের উক্ত টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট "৪"** দ্রষ্টব্য)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাবে জানান যে, বিধি মোতাবেক ভ্যাট, ট্যাক্স আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। স্থাপনা/বাড়ীভাড়া গ্রহণকারীদের নিকট হতে যথাসময়ে ভ্যাটের টাকা ও আয়কর কর্তন না করায় উক্ত ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৮-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮ দিনের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর ১৩-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৪-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে জানানো হয় যে, চূড়ান্ত বিল পরিশোধকালে ভ্যাট ও ট্যাক্স আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হবে। মন্ত্রণালয়ের জবাবের প্রেক্ষিতে ১২-০৩-২০১৪ খ্রিঃ বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও ট্যাক্স এর সম্পূর্ন টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করে প্রমাণকসহ পুনঃজবাব নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনাদায়ী ভ্যাট ও আয়করের ক্ষতির টাকা আদায়পূর্বক অবিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৭

শিরোনামঃ অনুমোদিত সীমা অপেক্ষা পাটের ওজন ও মানজনিত ক্ষতি বেশী হওয়ায় মিলের ৪৮.৬০ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরনঃ

করিম জুট মিলস্ লিমিটেড, ডেমরা, ঢাকা এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ২৪-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে বিজেএমসি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মিলের নিয়ন্ত্রনাধীন কতিপয় কেন্দ্রের চূড়ান্ত পারফরমেন্স পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন পাট ক্রয় কেন্দ্রে অনুমোদিত সীমা অপেক্ষা পাটের ওজন ও মানজনিত ক্ষতি বেশী হওয়ায় মিলের ৪৮,৬০,১৮৭ টাকা ক্ষতি (বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট "(৫/১- ৫/৭)"** দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের কারণঃ

- পাট মন্ত্রণালয়ের ২৯-১১-১৯৯৯খ্রিঃ তারিখ পত্র নং-পা ম/পা-৫/নিরীক্ষা-৪৪(অংশ-৫/৯৯/১৫৫৭মোতাবেক বিজেএমসি'র আওতাধীন মিল সমুহের পাট ঘাটতি ও মান জনিত ক্ষতির হার সংক্রান্ত সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা আছে. যা নিম্নরূপঃ

শর্ত ১। পাট ঘাটতি ঃ

(ক)	এজেন্সীতে ক্রয়কৃত পাট যাচাই, বাছাই,গুদামে রক্ষনাবেক্ষন ও পরিবহনে অথবা মিলঘাটে ক্রয়কৃত পাট যাচাই,বাছাই ,গুদামে রক্ষনাবেক্ষন ও পরিবহনে	০.৫০%
(খ)	মিলের গুদাম জাত পাট রক্ষনাবেক্ষন,যাচাই শেড বা অন্যত্র স্থানান্তরপূর্বক কাঁচা/পাকা যাচাই সহ মিল ইস্যু পর্যন্ত	০.৫০%
	পাট ক্রয়ে ঘাটতির মোট হার	১.০০%(এক শতাংশ)

শর্ত ২। মানজনিত ক্ষতি ঃ- ক্রয়কৃত পাটের মানজনিত ক্ষতির হার সর্বোচ্চ সীমা ১০%

শর্ত ৩। পাটের ওজন জনিত ঘাটতি / বাড়তি এবং মানজনিত ক্ষতি / সাশ্রয় পৃথক ভাবে বিবেচিত হবে । পাটের ঘাটতি / বাড়তি এবং মান জনিত ক্ষতি / সাশ্রয় পরস্পর সমন্বয়যোগ্য হবে না ।

শর্ত ৪। পাটক্রয়ে অনুমোদিত হার অপেক্ষা মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি ও মানজনিত ক্ষতির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়ী কর্মকর্তা/ব্যক্তি বর্গের নিকট হতে ক্ষতির অর্থ আদায় নিশ্চিত করতে হবে এবং উক্ত মন্ত্রনালয়ের অফিস স্বারক পাম/পা-৫/নিরী-৪৪(অংশ-৫)/২০০৩ তারিখ ১৫-০৬-২০০৩ এতদ্বারা (খ) অনুচ্ছেদে উপরে উল্লিখিত শর্ত ৪ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে।

- নাগেশ্বরী পাটক্রয় কেন্দ্রে ওজন জনিত ক্ষতির হার ৩.১৮% যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ১ এর (ক) শর্ত মোতাবেক ০.৫০%এর অধিক বলিয়া ওজন জনিত ক্ষতির ১৬২৭১১৪/- এবং মানজনিত ক্ষতির হার ২৬.৪৮% যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের সর্বোচ্চ সীমা ১০%এর অধিক বিধায় মানজনিত ক্ষতির ১১,৭৬,০৫৫ টাকাসহ মোট = (১৬,২৭,১১৪ + ১১,৭৬,০৫৫) ২৮,০৩,১৬৯ টাকা।
- অম্বিকাপুর পাটক্রয় কেন্দ্রে ২০১১-২০১২ সনে ওজন জনিত ক্ষতির হার ১.১৪% যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ১ এর (ক) শর্ত মোতাবেক ০.৫০% এর অধিক বলিয়া ওজন জনিত ক্ষতির ৫৩৯৯২৪/- এবং মানজনিত ক্ষতির হার ১৩% বা ৪৯২৩৯১/-টাকা ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে মানজনিত ক্ষতি ২৭.৪৯% যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ সীমা ১০%এর অধিক বিধায় মানজনিত ক্ষতির টাকা ২২১৩১৬ টাকাসহ মোট = (৫,৩৯,৯২৪ + ৪,৯২,৩৯১+ ২,২১,৩১৬) ১২,৫৩,৬৩১/- টাকা।
- খানখানাপুর পাটক্রয় কেন্দ্রে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে মানজনিত ক্ষতির হার ৩৫.০৬% যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের সর্বোচ্চ সীমা ১০%এর অধিক বিধায় মানজনিত ক্ষতি সর্বমোট ৬,৬৮,৭৮২ টাকা।
- পলাশবাড়ী পাটক্রয় কেন্দ্রে (২০১১-২০১২) ওজন জনিত ক্ষতির হার ১৫.৮১% যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ১ এর (ক) শর্ত মোতাবেক ০.৫০% অধিক বিধায় ওজন জনিত ক্ষতির ৫৪,৫০৩/-টাকা।
- কোলারহাট পাটক্রয় কেন্দ্রে (২০১০-২০১১)মানজনিত ক্ষতির হার ২৩.৯৪%, যা সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ সীমা ১০% অধিক বিধায় মানজনিত ক্ষতির ৮০,১০৩ টাকা।

- পাঁচটি ক্রয় কেন্দ্রে মোট ক্ষতির পরিমাণ = (২৮,০৩,১৬৯+ ১২,৫৩,৬৩১+ ৬,৬৮,৭৮২ + ৫৪,৫০৩+ ৮০,১০৩) বা ৪৮,৬০,১৮৮.০০ টাকা, যাহা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ২০১১-২০১২ সনে পাট ক্রয় মৌসুমে উল্লিখিত পাট ক্রয় কেন্দ্রের মানগত ক্ষতি ও পরিমান জনিত আর্থিক ক্ষতির অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে আদায় প্রক্রিয়াধীন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তিটির জবাব স্বীকৃতিমূলক। আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ে সত্বর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন ও অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ কল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মনিটরিং ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮ দিনের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর ১৩-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৪-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে জানানো হয় যে, বিভিন্ন পাট ক্রয় কেন্দ্রের মানগত এবং পরিমানজনিত ক্ষতির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণসহ টাকা আদায়ের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের জবাবের প্রেক্ষিতে ১২-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পত্রের মাধ্যমে অম্বিকাপুর পাট ক্রয়কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব এ এইচ কামরুন নবি, উপ-ব্যবস্থাপক (উৎপাদন), খানখানাপুর পাট ক্রয়কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শফিউল বাসার,(টালি করনিক) এর নিকট হতে অর্থ আদায় ও কোলারহাট পাট ক্রয় কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব সোনাতন অধিকারী, (টালি করনিক) এর নিকট হতে ক্ষতিকৃত অর্থ আদায়ের অগ্রগতি জানানোসহ সমুদয় অর্থ দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায় করার জন্য অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে ওজন ও মানজনিত ক্ষতির হার যেন সীমাতিরিক্ত না হয়সেই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-৮

শিরোনামঃ গুদামে সমাপনী মজুদের বিভিন্ন কোয়ালিটির ৪৫৫.৮৫ মেঃ টন পাট ঘাটতি হওয়ায় মিলের ক্ষতি ৩৬৪.৬৮ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

হাফিজ জুট মিলস্ লিমিটেড চট্টগ্রামের ২০১০-২০১১ হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১১-০৬-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে গুদামে পাটের সমাপনী মজুদ সংক্রান্ত নথিপত্র/ রেজিষ্টার, তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গুদামে সমাপনী মজুদের বিভিন্ন কোয়ালিটির ৪৫৫.৮৫ মেঃ টন পাট ঘাটতি হওয়ায় টাকা ৩৬৪/৬৮ লক্ষ সরকারী ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট "৬"** দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের কারণঃ

- ২০১২ সালে গুদামে সমাপনী মজুদে বিভিন্ন কোয়ালিটির ১২৭৭ বেল = ৪৫৫মেঃ টন পাট ঘাটতি হওয়ায় মিলে ৩,৬৪,৬৮,৪৬১.৪০ টাকা ক্ষতিসাধিত হয়েছে।
- হাফিজ জুট মিলের সমাপনী মজুদ হিসাবে গুদামে বিভিন্ন কোয়ালিটির পণ্য ঘাটতির বিষয়ে তদন্তের জন্য বিজেএমসি'র দপ্তরাদেশ নং বিজেএমসি/প্রশাসন/অভিযোগ/৬-৫/হাফিজ/সমাপনী মজুদ/৯৬১ তারিখ ৩০-১১-২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।
- গুদামের সমাপনী মজুদ ঘাটতির বিষয়ে মিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চেয়ারম্যান, বিজেএমসি'কে পত্র প্রেরণ করা হয় (মিলের প্রেরিত পত্র নং ২৭১৯ তারিখ ঃ ০৯/১১/২০১১ খ্রিঃ ও বার্ষিক রিপোর্ট)।
- উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের সমাপনী রিকনসিলিয়েশন বিবরণী হতে দেখা যায় ০৮-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে হেসিয়ানে ৯৭১৩ বেল=২৯৯০.৪৬ মেঃ টন এবং স্যাকিংয়ে ৩৭৩৪বেল = ১১৯৩.৮৪ মেঃ টন মোট ১৩৪৪৭ বেল = ৪১৮৪.৩০ মেঃ টন সমাপনী মজুদ থাকার কথা।
- অথচ ০৮-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে তদন্ত কমিটির দেয়া বাস্তব প্রতিপাদন অনুযায়ী পাওয়া যায়হেসিয়ানে ৯১৬৪ বেল = ২৭৫৭.৫১ মেঃ টন এবং স্যাকিংয়ে ৩০০৬ বেল=৯৭০.৯৪ মেঃ টন সহমোট ১২১৭০ বেল=৩৭২৮.৪৫ মেঃ টন।
- অথচ পরিশিষ্টে বর্ণিত হেসিয়ানে (৯৭১৩-৯১৬৪)= ৫৪৯ বেল= ২৩২.৯৫ মেঃ টন এবং স্যাকিংয়ে (৩৭৩৪-৩০০৬) = ৭২৮ বেল ২২২.৯০ মেঃ টন সর্বমোট (৫৪৯+৭২৮) = ১২৭৭ বেল = ৪৫৫.৮৫ মেঃ টন মালামাল ঘাটতি হয়।
- এতে প্রতি টন হেসিয়ানের মূল্য ৮৬,৭৪৪ টাকা হারে ২৩২.৯৫ মেঃ টন এর মূল্য (২৩২.৯৫x ৮৬৭৪৪) =২,০২,০৭,০১৪.৮০ টাকা ও প্রতি টন স্যাকিং এর মূল্য ৭২৯৫৪ টাকা হারে (২২২.৯০ x ৭২৯৫৪) = ১,৬২,৬১,৪৪৬.৬০ টাকা। সর্বমোট (২,০২,০৭,০১৪.৮০ +১,৬২,৬১,৪৪৬.৬০) = ৩,৬৪,৬৮,৪৬১ টাকা মিলের ক্ষতি সাধিত হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মালামাল ঘাটতির প্রকৃত কারণ উদঘাটনের নিমিত্তে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। গুদামে সমাপনী মজুদ মালামাল নিয়মিত তদারকী না করাসহ দূর্বল অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে এ ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৯-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করে পত্র দেওয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩১-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮ দিনের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। ২৫-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের জবাবে জানানো হয় যে, বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য বিজেএমসি'কে অনুরোধ করা হলো। মন্ত্রণালয়ের জবাবের প্রেক্ষিতে ১৫-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে চলমান বিভাগীয় মামলা অতিসত্বর সম্পন্ন করে দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ পুনঃ জবাব নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক
- ভবিষ্যতে গুদামের পাট ঘাটতি রোধকল্পে যথাযথ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-৯

শিরোনাম ঃ পাট ক্রয়ে মান জনিত ক্ষতি ও ঘাটতির হার মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় মিলের ক্ষতি ৭৯.৮৮ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

- ষ্টার জুট মিলস লিঃ চান্দনী মহল খুলনা, খালিশপুর জুট মিলস লিঃ খালিশপুর খুলনা ও ইষ্টার্নজুট মিলস লিঃ আটরা খুলনা এর ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব যথাক্রমে ২৯-১১-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-২০১৩ খ্রিঃ, ১৯-১২-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-২০১৩ খ্রিঃ ও ১৮-১২-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে পাট ক্রয় কেন্দ্রের চূড়ান্ত পারফরমেন্স রির্পোট ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র নিরীক্ষান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, পাট ক্রয়ে মান জনিত ক্ষতি ও ঘাটতির হার মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় ৭৯,৮৮,১৮৯ টাকা মিলের ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট "৭/১-৭/৫"** দ্রষ্টব্য)।
- **অনিয়মের কারণঃ**
  - পাট মন্ত্রনালয়ের সার্কুলার নং পাম / শা-৫/ নিরী -৪৪ /(অংশ-৫) /৯৯/ ১৫৫ তারিখ ২৯/১১/৯৯ খ্রিঃ অনুযায়ী পাট ক্রয়ে মানজনিত ক্ষতি ও ঘাটতির অনুমোদিত সীমার হার যথাক্রমে ১০% ও ০.৫০% ।
  - পাট মন্ত্রনালয়ের অফিস স্মারক নং পাম / শা-৫/ নিরী-৪৪/(অংশ-৫) /২০০৩ / ২২৮/১(৬) তারিখ ১৫-০৬-২০০৩ খ্রিঃ এর "খ" এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী পাটক্রয়ে নীট ওজন জনিত এবং নীট মান জনিত ক্ষতি নির্ধারিত সীমা ০.৫% ও ১০% এর উপরে হলে সম্পূর্ন ঘাটতি অথবা মানজনিত ক্ষতি যাই হোক না কেন সংশ্লিষ্ট কর্মচারী / কর্মকর্তাদের দায়ী করে ক্ষতির সমূদয় টাকা আদায় নিশ্চিত করতে হবে।
  - ষ্টার জুট মিলস্ লিঃ এর কাশিয়ানি পাটক্রয় কেন্দ্রে পাটের ক্রয় মূল্য গ্রেড পার্থক্য ৩৭৫ টাকা। তোষা সি বটম ৩৮০৭.৪৭ কুইন্টাল ও তোষা ক্রস বটম ৩১৯৫.৯৭ কুইন্টাল ক্রয় করা হয়। মিলের উক্ত কেন্দ্রের চূড়ান্ত পারফরমেন্স রিপোর্ট অনুযায়ী মানজনিত ক্ষতি হয় ৬,০৩,০৬৫ টাকা ও হার ২২.৯৬% অনুমোদিত হার ১০% হওয়ায় মাত্রাতিরিক্ত হয় ২২.৯৬%-১০% = ১২.৯৬% এবং মান জনিত ক্ষতির সম্পূর্ন অর্থাৎ ৬,০৩,০৬৫ টাকা আদায়যোগ্য।
  - খালিশপুর জুট মিলস্ লিঃ, এর লালমনিরহাট পাটক্রয় কেন্দ্রে পাট ক্রয়ের গ্রেড পার্থক্য ৩৭৫ টাকা। উক্ত কেন্দ্রে সাদা সি বটম, ক্রস বটম, তোষা সি বটম ও ক্রস বটম পাট ক্রয় করা হয় যথাক্রমে ১৩৮.৬৬, ১২৯৯.৮০, ৪৮৯০.৮৯ ও ৬৪৮৩.৫৩ কুইন্টাল ক্রয় করা হয় মিলের উক্ত কেন্দ্রে চুড়ান্ত পারফরমেন্স রিপোর্ট অনুযায়ী মান জনিত ক্ষতি ১৯,৩৭,৭২৩ টাকা ও মান জনিত ক্ষতির হার ৩৭.৬৮%। ফলে মাত্রাতিরিক্ত মান জনিত ক্ষতি ৩৭.৬৮%-১০%=২৭.৬৮% হওয়ায় মানজনিত ক্ষতির সম্পূর্ন অর্থ অর্থাৎ ১৯,৩৭,৭২৩ টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা / কর্মচারীর নিকট হতে আদায় যোগ্য।
  - ইষ্টার্ন জুট মিলস লিঃ এর উলিপুর পাটক্রয় কেন্দ্রে পাট ক্রয়ে গ্রেড পার্থক্য ৩৭৫ টাকা। উক্ত কেন্দ্রে তোষা সি বটম ও ক্রস বটম পাট ক্রয় করা হয় ৯৭৭৪.৫৮ ও ৪৬১৬.৯৩ কুইন্টাল। উক্ত কেন্দ্রের চূড়ান্ত পারফরমেন্স রিপোর্ট অনুযায়ী মানজনিত ক্ষতি ২৭,০০,৫৯২ টাকা ও ক্ষতির হার ৫০.০৪%। ফলে মাত্রাতিরিক্ত মান জনিত ক্ষতির হার ৫০.০৪%- ১০% = ৪০.০৪% হওয়ায় সম্পূর্ন অর্থ অর্থাৎ ২৭,০০,৫৯২ টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা / কর্মচারীর নিকট হতে আদায় যোগ্য।
  - খানখানাপুর পাটক্রয় কেন্দ্রের পাট ক্রয়ের গ্রেড পার্থক্য ৩৭৫ টাকা। উক্ত কেন্দ্রে তোষা সি বটম ও ক্রস বটম পাট ক্রয় করা হয় ২৭৮৭.১১ ও ৬৩২.৩৯ কুইন্টাল। উক্ত কেন্দ্রের চূড়ান্ত পারফরমেন্স অনুযায়ী মানজনিত ক্ষতি ২,৬৪,১২৬ টাকা ও ক্ষতির হার ২০.৬০ %। ফলে মাত্রাতিরিক্ত মান জনিত ক্ষতির হার ২০.৬০%- ১০% = ১০.৬০% হওয়ায় সম্পূর্ন অর্থ অর্থাৎ ২,৬৪,১২৬ টাকা এবং উক্ত কেন্দ্রের ঘাটতি জনিত ক্ষতি হয় ৪৬৫.৯৯ কুইন্টাল যার গড় ক্রয় মূল্য ৫৩২৭.৭৬ টাকা হিসাবে ২৪,৮২,৬৮৩ টাকা। যার হার ১৩.৬৩% মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতির হার ১৩.৬৩-০.৫০% =১৩.১৩%। এমতাবস্থায় ঘাটতি জনিত ক্ষতি (২৬৪,১২৬+২৪,৮২,৬৮৩) বা ২৭,৪৬,৮০৯.০০ টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা / কর্মচারীদের নিকট হতে আদায় যোগ্য।
  - সর্বমোট আদায়যোগ্য টাকা (মানজনিত ক্ষতি ৫৫,০৫,৫০৬টাকা + ঘাটতিজনিত ক্ষতি ২৪,৮২,৬৮৩ টাকা) = ৭৯,৮৮,১৮৯.০০ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- খালিশপুর জুট মিলস্ কর্তৃপক্ষ জানান যে, মিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইষ্টার্ন ও ষ্টার জুট মিলস্ কর্তৃপক্ষ জানান এজেন্সি ইনচার্জের নামে ডেবিট হিসাবভুক্ত করে রাখা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। পাট মন্ত্রনালয়ের সার্কুলারে উল্লিখিত অনুমোদিত মান জনিত ক্ষতি ও ঘাটতির হার অপেক্ষা অতিরিক্ত মান জনিত ক্ষতি ও ঘাটতি হওয়ায় মিলের আলোচ্য ক্ষতি হয়েছে।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৭-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮ দিনের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর ২৬-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের যথাক্রমে ২০-০৫-২০১৩, ৩০-০৪-২০১৩, ২০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের জবাবে প্রত্যেকটি জুট মিলেরই টাকা আদায় করার জন্য বিজেএমসি চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করা হয় মর্মে উল্লেখ করা হয়। জবাবের প্রেক্ষিতে অদ্যাবদি আদায় / সমন্বয় সংক্রান্ত কোন তথ্য প্রমাণ নিরীক্ষা কার্যালয়ে সরবরাহ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ক্ষতির টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা / কর্মচারীদের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে ওজন ও মানজনিত ক্ষতি রোধ কল্পে যথাযথ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ-১০

শিরোনাম ঃ পাট হতে পাট এর মাত্রাতিরিক্ত অপচয়ে মিলের ক্ষতি ২৮৪.০৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ, খালিশপুর, খুলনা, খালিশপুর জুট মিলস লিঃ, খালিশপুর, খুলনা ও আলীম জুট মিলস লিঃ, আটরা, খুলনা এর ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব যথাক্রমে ০৫-১২-২০১২ খ্রিঃ হতে ১৫-০১-২০১৩ খ্রিঃ, ১৯-১২-২০১২ খ্রিঃ হতে ১০-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ এবং ১৮-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে এমআইএস রিপোর্ট ও উৎপাদন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র নিরীক্ষান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, পাট হতে পাট মাত্রাতিরিক্ত অপচয়ে মিলের ক্ষতি ২,৮৪,০৪,৬৬৬ টাকা (বিস্তারিত বিবরণ **পরিশিষ্ট "৮(১-৪)** দ্রষ্টব্য)।

অনিয়মের কারণঃ

বিজেএমসি'র সার্কুলার নং- ১ সূত্র নং সি এন্ড বি/৫৬.৫১/০১ তারিখ -১৭-০১-২০১২ খ্রিঃ এর ক্রমিক -২ অনুযায়ী পাট হতে পাটের অপচয় হার সকল পণ্যের জন্য ০.৫০%। কিন্তু নিম্ন বর্ণিত মিলসমূহের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে।

১) দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ লিঃ

২০১১-১২ সালে পাট হতে পাটের অপচয় হার হেসিয়ান, স্যাকিং ও সিবিসি তে যথাক্রমে ২.২৭%,২.৩৩% ও ০.৮০। ফলে মাত্রাতিরিক্ত অপচয়ের হার যথাক্রমে ১.৭৭%, ১.৮৩% ও ০.৩০% যাহা অনুমোদিত হার অপেক্ষা হেসিয়ান ও স্যাকিং এ ৩ গুনের ও বেশী যা অযৌক্তিক ।

- মাত্রাতিরিক্ত পাটের অপচয়ের পরিমান হেসিয়ান, স্যাকিং ও সিবিসিতে যথাক্রমে ৯৫.৫১ মেঃ টন, ২৪০.৬০ মেঃ টন ও ৫.৭৯ মেঃ টন এবং পাটের উৎপাদন ব্যয় প্রতি মেঃ টনে যথাক্রমে ৫২,৫১০ টাকা, ৪৫,২৫৯ টাকা ও ৬৬,৪০০ টাকা হিসাবে ক্ষতি যথাক্রমে ৫০,১৫,২৩০.১০ টাকা, ১,০৮,৮৯,৩১৫.৪০ টাকা ও ৩,৮৪,৪৫৬ টাকা, সর্বমোট ১,৬২,৮৯,০০১.৫০ টাকা।

২) খালিশপুর জুট মিলস্ লিঃ

২০১১-১২ সালে পাট হতে পাটের অপচয় হার হেসিয়ান ও স্যাকিং এ যথাক্রমে ২.৪৪%, ও ২.৭২%। ফলে মাত্রাতিরিক্ত অপচয়ের হার যথাক্রমে ১.৯৪% ও ২.২২%। যা অনুমোদিত হার অপেক্ষা ৪ গুনের বেশী ও অযৌক্তিক।

- মাত্রাতিরিক্ত পাটের অপচয়ের পরিমান হেসিয়ান ও স্যাকিং এ যথাক্রমে ৪৮.৫৫ মেঃটন, ১৬৮.৫৮ মেঃ টন এবং পাটের উৎপাদন ব্যয় প্রতি মেঃ টনে যথাক্রমে ৪৭,৬৪২ টাকা ও ৪৪,৯১৭ টাকা । মাত্রাতিরিক্ত অপচয় জনিত হেসিয়ানে ক্ষতি ২৩,১৩,০১৯ টাকা ও স্যাকিং এ ক্ষতি ৭৫,৭২,১০৭.৮৬ টাকা, মোট ৯৮,৮৫,১২৬.৮৬ টাকা।

৩) আলীম জুট মিলস লিঃ

২০১১-১২ সালে পাট হতে পাটের অপচয় হার হেসিয়ান ও স্যাকিং এ যথাক্রমে ১.৪৬% ও ১.৬৮%। ফলে মাত্রাতিরিক্ত অপচয়ের হার যথাক্রমে ০.৯৬%, ও ১.১৮% যাহা অনুমোদিত হার অপেক্ষা অনেক বেশী এবং অযৌক্তিক ।

- মাত্রাতিরিক্ত পাটের অপচয়ের পরিমান হেসিয়ান ও স্যাকিং এ যথাক্রমে ৪.২১ মেঃ টন, ও ৫১.,৩৭ মেঃ টন এবং পাটের উৎপাদন ব্যয় প্রতি মেঃ টনে যথাক্রমে ৪৪,৬২৫.৪০ টাকা, ও ৩৯,৭৬৩.৮০ টাকা হিসাবে মাত্রাতিরিক্ত অপচয় জনিত ক্ষতি যথাক্রমে ১,৮৭,৮৭২ টাকা ও ২০,৪২,৬৬৬ টাকা, মোট ২২,৩০,৫৩৮ টাকা।
- তিন মিলে সর্বমোট ক্ষতি =(১,৬২,৮৯,০০১.৫০+৯৮,৮৫,১২৬.৮৬+২২.৩০,৫৩৮.০০) ২,৮৪,০৪,৬৬৬ টাকা ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষনিক জবাবে জানান যে, পাট হতে পাটের অপচয় বেশী হলেও জেবিও ব্যবহার কম হওয়ায় মিলের সাশ্রয় হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। বিবরণে উল্লেখিত বিজেএমসি'র সার্কুলার অনুযায়ী পাট জাত পণ্য উৎপাদনে জুট টু জুট অপচয়ের অনুমোদিত হার ০.৫০%। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে অনুমোদিত হারের চেয়ে অত্যধিক বেশী হওয়ায় মিল

তিনটির আলোচ্য ক্ষতি হয়েছে। উল্লেখ্য অপচয়ের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মাত্রাতিরিক্ত অপচয়ের পরিমান ঘটানোত্তর অনুমোদন ও নেয়া হয়নি যা প্রয়োজন ছিল।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৭-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮ দিনের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য সচিব বরাবর ২৬-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয়ের যথাক্রমে ১৯-০৬-২০১৩, ৩০-০৪-২০১৩,২৮-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের জবাবে জানানো হয় যে,
- (১ **ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ**) বিজেএমসি'র বোর্ড সভায় আলোচনার মাধ্যমে জুট টু জুট অপচয়ের সীমা সহনশীল পর্যায়ে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মিলগুলো লাভজনক পর্যায়ে চালু রাখার স্বার্থে বিষয়টির উপর দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য চেয়ারম্যান বিজেএমসি'কে অনুরোধ করা হলো।
- (২ **খালিশপুর জুট মিলস লিঃ**) বিজেএমসি'র বোর্ড সভায় আলোচনার মাধ্যমে জুট টু জুট অপচয়ের সীমা সহনশীল পর্যায়ে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অন্যথায় আপত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিদের নিকট থেকে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা প্রয়োজন। মিলগুলো লাভজনক পর্যায়ে চালু রাখার স্বার্থে বিষয়টির উপর দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মন্ত্রণালয় ও ব্যক্তি/বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরকে জানানোর জন্য চেয়ারম্যান বিজেএমসি'কে অনুরোধ করা হলো।
- (৩ **আলীম জুট মিলস লিঃ**) যেহেতু সার্বিক অপচয়ের হার নির্ধারিত সীমার মধ্যে আছে সেহেতু আপত্তিটি মীমাংসিত হিসেবে গণ্য করার জন্য বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হলো।

মন্ত্রণালয়ের জবাবের প্রেক্ষিতে পরবর্তী অগ্রগতি মিলভিত্তিক নিম্নরুপ:

- (০১) **ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ** ০৩-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পত্রের মাধ্যমে আপত্তিকৃত উক্ত ক্ষতির অর্থ সম্পূর্ন আদায় করে প্রমাণকসহ পুনঃজবাব নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।
- (০২) **খালিশপুর জুট মিলস লিঃ** ৩১-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।
- (০৩) **আলীম জুট মিলস লিঃ** ৩১-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জুট টু জুট অপচয়ের অনুমোদিত হার ০.৫০% এর চেয়ে অত্যাধিক বেশী হওয়ায় পাটজাত পণ্য উৎপাদনে মিলের মাত্রাতিরিক্ত অপচয়জনিত যে ক্ষতি হয়েছে সে ক্ষতির টাকা অতিসত্বর আদায় করে জবাব ও প্রমাণকসহ পুনঃজবাব নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ক্ষতির টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে অতিরিক্ত অপচয়ের হার রোধ কল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৬-২০১৭/৪০১৫কম/এ—৮০০ বই, ২০১৬।